দৈনিক বাংলা

0 002

তারিখ ... 18.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... ...

কারিগরি শিক্ষার হালচাল

দেশে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে সন্তোষের কোন অবকাশ নেই। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষায়তনের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে সংখ্যাতীত। এই রাজধানী শহরেই অলিগলিতে অসংখ্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমস্যা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়েই। এই খাতে এক রকম বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে। যে যেমন খুশি, যেখানে খুশি এই সব তথাকথিত কারিগরি স্কুল খুলে বসেছে। টাইপ থেকে শুরু করে কম্পুটার প্রোগ্রামিং-এর মতো জটিল বিষয়ও নাকি এই সব শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন স্ট্যান্ডার্ড পাঠ্যসূচীও অনুসরণ করা হয় না। এগুলোর কোন নির্দিষ্ট মানও নেই। যা খুশি, যতটুকু খুশি, সেখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে—অর্থাৎ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বলে দাবী করা হয়ে থাকে। সেখানে যেমন নেই উপযুক্ত শিক্ষক, তেমনি নেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সুতরাং সেখানে প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে যা চলছে তা সহজেই অনুমেয়।

অথচ এদিকে নজর দেবার কেউ নেই। এগুলোর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন রকম অনুমোদন নেয়ারও প্রয়োজন হয় না এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান খুলতে। শুধুমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৌরসভা থেকে একটা লাইসেন্স নিলেই হলো।

বস্তুত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলো ব্যবসা ভালোই করছে। প্রচুর ছাত্রছাত্রী সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে যায়। কারিগরি শিক্ষা আয়ত্তে থাকলে চাকরি তুলনামূলকভাবে সহজলভ্য বলে এবং বিদেশে চাকরি লাভের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে বলে দলে দলে ছাত্ররা এই সব স্কুলে ভিড় জমায়। অথচ উপযুক্ত শিক্ষা ও যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্ররা বিস্তর পয়সা-কড়ি ব্যয় করেও তেমন কিছু শিখতে পারে না।

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিশৃংখলা অবিলম্বে দূর করা আবশ্যক। এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব যদি রক্ষা করতেই হয়, তাহলে সেগুলোকে শৃংখলার মধ্যে আনতে হবে। অন্ততপক্ষে সেগুলোকে সরকারের অনুমোদন লাভ করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে ঐসব প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড পাঠ্যসূচীর শর্ত আরোপ করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান এই শর্তগুলো পূরণ করতে পারবে, শুধুমাত্র সেগুলোকেই অনুমোদন দেয়া যাবে এবং অন্যগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃংখলা দূর করার জন্যই এইসব ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

একই সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে দেশের সর্বত্র যতটা সম্ভব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।